শৈলকুপায় পৌর আইন লঙ্ঘন করে সরকারী কর্মকর্তার বহুতল ভবন নির্মাণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পৌর প্লান ও আইন লঙ্ঘন করে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। প্রাপ্ত অভিযোগে জানা যায়, ঝিনাইদহের শৈলকূপা পৌরসভার ৮ নম্বর কবিরপূর ওয়ার্ডের বাসিন্দা যুক্তরাজ্য প্রবাসি প্রদীপ সরকার ১২৪নং কবিরপূর মৌজার ২৫০ নম্বর (সাবেক ৩৮) দাগে ৩ তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ী পৌর প্লান পাস করে নির্মাণ করেন।

সেখানে তার জমি রয়েছে ১৪ শতক। কিন্তু ঐ জমির পশ্চিম পাশের বাসিন্দা গোপাল সাহা ও তার পুত্র অরূপ সাহা বাড়ি-ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন রকম পৌর আইনের তোয়াক্কা না করে বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। এমনকি তাহারা পৌর আমিন দিয়ে জমি পর্যন্ত মাপঝোক করেনি। ভবনটি তিনতলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে এবং বর্তমানে আরো কাজ চলছে।পৌর আইন অনুসারে জায়গা রেখে বাড়ী নির্মাণ করার কথা, যার কিছুই এখানে মানা হয়নি। পাশের ভবনের সাথে লাগিয়ে নিজেদের ইচ্ছামাফিক ভবন তৈরী করে চলেছেন।

বিধি অনুসারে ভবনের ৩পাশে ৩ফুট ও রাস্তার সম্মুখ ৫ফুট করে জায়গা রাখার কথা। কিন্তু চুল পরিমান জায়গা ফাঁকা রাখা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।এলাকার বাসিন্দারা জানায় ভবন এলাকায় কোন ধরনের দুর্ঘটনা বা আগুন ধরে গেলে কোন ধরণের উদ্ধার তৎপরতা বা সেবামূলক কাজ সম্ভব নয়।

নির্মাণাধীন বাড়ীর নকশাও পৌরসভা থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলে লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে। শৈলকুপা পৌর কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগকারী প্রবাসী প্রদীপ সরকার জানান, বিদেশে অবস্থান করার সুযোগ নিয়ে এবং করোনা মহামারীর ভিতরে তাদের জানতে বা বুঝতে না দিয়ে পৌর আইনের তোয়াক্কা করেনি তারা।

টাকার জোরে নিজেদের ইচ্ছা মত প্লান করে সুকৌশলে বেআইনিভাবে বাড়ী নির্মাণ করে চলেছে। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত জমির বিদ্যামান সীমানাও অতিক্রম করেছে।করোনা মহামারীর কারণে দেশে এসে কোনো আইনগত পদক্ষেপও (আদালত) এই মুহূর্তে নিতে পারছে না

অভিযোগকারীা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৌর আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণকারী অরুপ সাহা কাস্টমসে কর্মরত একজন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে খুলনার মংলা বন্দরে কর্মরত।

একজন সরকারী কর্মকর্তা ও সচেতন মানুষ হয়ে কিভাবে তিনি আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে এমনটি করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ঐ এলাকার বসতিরা।এ ব্যাপারে অরুপ সাহা লিখিত অভিযোগ ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, সেখানকার বসতি তার দুলাভাই বিপুল কুমার সাহা কে প্লান পাস ও ডিজাইনের জন্যে বলেছিলেন। তিনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে ভবন তৈরী করা হচ্ছে ।

এদিকে শৈলকুপা পৌরসভার ওয়ার্ক এ্যাসিসটেন্ট হাফিজুর রহমান জানান, এই ভবন নির্মাণ নিয়ে পৌরসভায় অভিযোগ আসার পর সরেজমিনে প্লান ছাড়া ভবন নির্মাণের সত্যতা পেয়ে কয়েকদফা কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু যখন থাকা হয় না বা সুযোগ বুঝে আবারো ঘরের সাথে ঘর লাগিয়ে ভবন তৈরী করছে। এ ব্যাপারে পৌরসভা বিধি অনুসারে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত চৌদ্দ দিনের লকডাউন কার্যকর করতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন।

শনিবার সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা ভালাইপুর মোড়, আলুকদিয়া, দৌলতদিয়াড় ও বড়বাজার এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ৭টি মামলায় ৭ জনকে সর্বমোট ১৭৫০/-( এক হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) অর্থদন্ড প্রদান করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সহযোগীতা করেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও সদর থানা পুলিশ। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন

চুুুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান।

মেহেরপুরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান! জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে মাস্ক বিহীন চলাচল করার দায়ে চাল ব্যবসায়ী, ওষুধ ব্যবসায়ী,গার্মেন্টস মালিকসহ পথচারীদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলামের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়। জানা গেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের সহযোগিতায় এদিন সকালের দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে এবং আমঝুপি বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

মাস্ক বিহীন চলাচল করার দায়ে চাল ব্যবসায়ী, ওষুধ ব্যবসায়ী,গার্মেন্টস মালিকসহ পথচারীদের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার এলাকায় সবুজ ফ্যাশন এন্ড বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকার সবুজকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়, ৭ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয় ও সময় মাস্ক ব্যবহার না করাই হোটেল বাজার এলাকা চাল ব্যবসায়ী আরিফুজ্জামান নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে সোনালী ফার্মেসীর শামীম ও মুসলিমের নিকট থেকে ৪ হাজার টাকা করে ৮ হাজার টাকা।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন ২০১৮ ২৪ এর( ১) ভঙ্গ করায় এ সকল ব্যক্তিদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়।বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যশোর সেনানিবাস ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট শাদমান ইকবালসহ পুলিশের সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ঈদের ছুটির চারদিনে দেড়শতাধিক ’র বেশি বিয়ে

লকডাউন না থাকায় এবারে ঈদুল আজহায় আলমডাঙ্গায় বিয়ের হিড়িক পড়েছে। ঈদের আগের দিন থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উপজেলায় হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রায় দেড়শতাধিক বেশি বিয়ে হয়েছে। উপজেলা নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিয়ে রেজিস্ট্রারের সূত্র জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় ১৫টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ঈদুল আজহা উপলক্ষে অনেক তরুণ-তরুণী ঢাকা থেকে ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। এছাড়াও, দীর্ঘদিন করোনার কারণে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার কারণেই ঈদ উপলক্ষে এ বিবাহের সংখ্যা দেখা যায়।

গত ১৪ দিনের টানা লকডাউন ৮ দিন শিথিল হওয়ায় জনজীবন স্বাভাবিক হয়। এ সুযোগে অনেক পরিবার তাদের সন্তানদের বিয়ে দেওয়ার জন্য ঈদের ছুটিকেই বেছে নেন। সে অনুযায়ী গত চার দিনে দেড়শতাধিক বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

আরো জানা গেছে, ঈদের পরদিন (বৃহস্পতিবার) আলমডাঙ্গা পৌরসভার মধ্যে তিন ৫ তরুণ তরুণীর বিয়ে হয়েছে।

সদ্যবিবাহিত খাদেমপুর গ্রামের তরিকুল ইসলাম বলেন, করোনায় আমরা ঘরবন্দি হয়ে আছি। কিন্তু বয়স তো থেমে নেই। তাই পরিবারের সিদ্ধান্তে আমাকে বিয়ে করতে হলো।

ওই উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার বলেন, এবারে বিয়ে বেশি হচ্ছে। আমার ইউনিয়নে প্রতিদিনই ৩-৪টি বিয়ে হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার ইউএনও রনি আলম নূর বলেন, করোনার কারণে থেমে থেমে লকডাউন হওয়ার কারণে বিয়ে সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ ছিলো। গত ৮ দিনের লকডাউন শিথিল হওয়ায় উপজেলায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা বেড়ে গেছে। সবাইকে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো সীমিত পরিসরে পালন করতে বলেছি।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে করোনায় ১৩ এবং উপসর্গ নিয়ে ১ জন মারা গেছেন। গেলো এক সপ্তাহে কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে

গতকাল শুক্রবার (২৩ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে শনিবার (২৪ জুলাই) শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত তাদের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (২৪ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় ২০৭ নমুনা পরীক্ষায় আরও ৬৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৩২ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

তত্ত্বাবধায়ক ডা. আব্দুল মোমেন জানান, কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালে ২০০ বেডের অনুকুলে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছে ২২৮ জন। এর মধ্যে করোনা শনাক্ত রোগী ১৬৮ জন। বাকিরা করোনার উপসর্গ নিয়ে ভর্তি আছেন। প্রায় ৭০ শতাংশ রোগীদের অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

গত ৭ দিনেই কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১ হাজার ১৭৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র

করোনা আক্রান্ত ৪৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ঢাকায় গরু বিক্রয়ের ২৬ লক্ষ টাকা নিয়ে সহকারি উধাও! থানায় অভিযোগ

গরু বিক্রয়ের ২৬ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে আলমডাঙ্গার জগন্নাথপুর গ্রামের সেন্টুর বিরুদ্ধে। ঈদুল আযহা উপলক্ষে জগন্নাথপুর গ্রামের দুই পার্টনার রানা হোসেন ও সেন্টু ২১টি গরু নিয়ে ঢাকায় যায়। ঢাকায় ২১ গরু বিক্রয়ের ২৬ লাখ টাকা কৌশলী নিজের কাছে নিয়ে হারিয়ে যায় সেন্টু।

পরে সেন্টুর ছেলেদের নিকট তার খোঁজ করায় রানা হোসেনকে মারধর করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। জানাগেছে, উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের মৃত সাবদার মালিথার ছেলে রানা হোসেন ও একই গ্রামের মৃত মাহাতাব আলীর ছেলে সেন্টু মিলে যৌথভাবে গরু ব্যবসা করে আসছে।

ঈদুল আযহা উপলক্ষে রানা হোসেন তার টাকা দিয়ে ব্যবসায়ীক পার্টনার সেন্টুকে সাথে করে এলাকা থেকে ২১টি গরু ক্রয় করে ঢাকায় নিয়ে যায়। ঢাকায় ২১টি গরু বিক্রয় করে ২৬ লাখ টাকা সেন্টুর দুই ছেলে তার নিকট দেয়। টাকা নিয়ে সেন্টু কোথায় চলে যায়। সেন্টুর দুই ছেলে রানা হোসেনকে বলে টাকা তাদের বাবার নিকট আছে।

বাড়ি আসার সময় গোয়ালন্দ ঘাটে এসে হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে ট্রাকে আসার পর সেন্টুর কোথায় জিজ্ঞাসা করে রানা হোসেন। এসময় সেন্টুর ছেলে রানাকে গালি গালাজ করে এবং মারধর করে। পরে গোয়ালন্দ থানা পুলিশ রানাকে সেন্টুর দুই ছেলে আলামিন ও বাপ্পির নিকট থেকে উদ্ধার করে অন্য গাড়ি যোগে বাড়ি আসতে সাহায্য করে।

পরদিন সকালে রানা হোসেন আবারও সেন্টুর ছেলেদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাবা কি বাড়িতে এসেছে। গরু আলাদের টাকা দিতে হবে টাকা লাগবে। এসময় তাদের মধ্যে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে

রানা হোসেনকে সেন্টুর দুই ছেলে আলামিন ও বাপ্পি মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এবিষয়ে রানা হোসেন আলমডাঙ্গা থানায় ৩জনকে আসামী করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় উপসর্গ ও করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও সাত জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় করোনার উপসর্গ ও আক্রান্ত হয়ে আরও সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। গত জুলাই মাসের প্রথমের দিকে চুয়াডাঙ্গায় করোনার ভয়াল পরিস্থিতি দেখেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসি মাঝখানে কিছুটা করোনার আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা অবনতি হলেও আবারো সেই পরিস্থিতির শুরু হয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গায় ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এসময় উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও চারজন। এদিন নতুন করে ১৬ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট ৫ হাজার ৫শ ৭৯ জন করোনা শনাক্ত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. এ এস এম ফাতেহ্ আকরাম শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় চুয়াডাঙ্গায় করোনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও চারজন জন। উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া চারজনই সদর হাসপাতালের হলুদ জোনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৬৬ জনে দাঁড়াল।

এ পর্যন্ত জেলায় মৃত্যু হয়েছে ১৪৯ জনের এবং জেলার বাইরে ১৭ জনের। বৃহস্পতিবার জেলায় ৬৩ নমুনা পরিক্ষায় করে আরও ১৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। ১৬ জনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদরে ৭, আলমডাঙ্গায় ৩, দামুড়হুদায় ৫ এবং জীবননগরে ১ জন।

দর্শনার বেগমপুরে বিয়ের রাতেই নববধূর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা

দর্শনা থানাধীন বেগমপুর বিলপাড়ায় কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই শশুরবাড়িতে এসে বিয়ের আধঘন্টার মাথায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে নববধূ। মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে ওপরদৃষ্টির কথা বলা হলেও অনেকেই ধারণা করছেন মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ায় এঘটনা ঘটিয়েছে আনছারবাড়িয়া স্টেশন পাড়ার রাফি খাতুন। মেয়েপক্ষের কোন অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফনকার্য সম্পন্ন করেছে মেয়ের পরিবারের লোকজন।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের বেগমপুর বিলপাড়ার মুনছুর আহম্মেদ ওরফে পণ্ডিত খাঁ’র ছেলে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ খান (২৫) ঈদের আগে ছুটিতে বাড়িতে আসেন। পারিবারিকভাবে দেখাশুনা করে ঈদের দিন রাত সাড়ে ১১টার দিয়ে বিয়ে করে আনেন জীবননগর উপজেলার আনছারবাড়িয়া স্টেশন পাড়ার স্বপন মিয়ের মেয়ে রাফি খাতুনকে (১৮)। ভাবিকে সাথে নিয়ে নববধূ হিসাবে স্বামীর বাড়িতে আসে রাফি।

রাত ১২টার দিকে বিয়ের পোষাক পরিবর্তন করার জন্য একটি রুমে যায় সে। রুম থেকে তার বের হতে তার দেরি দেখে বাড়ির লোকজন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে রাফি গলাই ওড়না দিয়ে ফেনের সাথে ঝুলছে।

এদৃশ্য দেখে রাশেদের বাড়ির লোকজন রাফিদের বাড়িতে খবর পাঠায় এবং রুমের দরজা ভেঙ্গে প্রায় মৃত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। তখনও রাফি নড়াচড়া করছিলো।

আহত অবস্থায় জীবননগর হাসপাতালে নেবার পথে পেয়ারাতলা নামক স্থানে পৌছালে তার মৃত্যু হয়। মেয়েপক্ষের কোন অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই গত বৃহস্পতিবার নিজ গ্রামে লাশের দাফনকার্য সম্পন্ন করে পরিবারের লোকজন।

মেয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে মেয়ের ওপরদৃষ্টির কারণে সে এমনটি ঘটিয়েছে বলে বলা হলেও অনেকেই ধারনা করছেন, রাফির ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা মা-বাবা বিয়ে দেয়ায় সে আত্নহত্যার পথ বেঁচে নেয়।

জীবননগরে নিখোজের দুই দিন পর ভৈরব নদী থেকে প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার

জীবননগরে নিখোজের দুই দিন পর স্থানীয়র ভৈরব নদী থেকে এক প্রতিবন্ধী যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়াড লক্ষীপুর গ্রামের ভৈরবনদী থেকে ওই প্রতিবন্ধী যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত প্রতিবন্ধী যুবক রিমন হোসেন (২৬)জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়াড লক্ষীপুর গ্রামের সাবেক পৌর কাউন্সিলার সামসুজ্জামান হান্নুর ছেলে।

পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে,গত দুই দিন আগে প্রতিবন্দী রিমন হোসেন বাড়ি থেকে চলে যায়।তাকে খুজেও কোন সন্ধান না পেয়ে গত বৃহসপ্রতিবার জীবননগর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করা হয়।

শুক্রবার স্থানীয় লোকজন বভরব নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন। এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

# [redacted]

[redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [